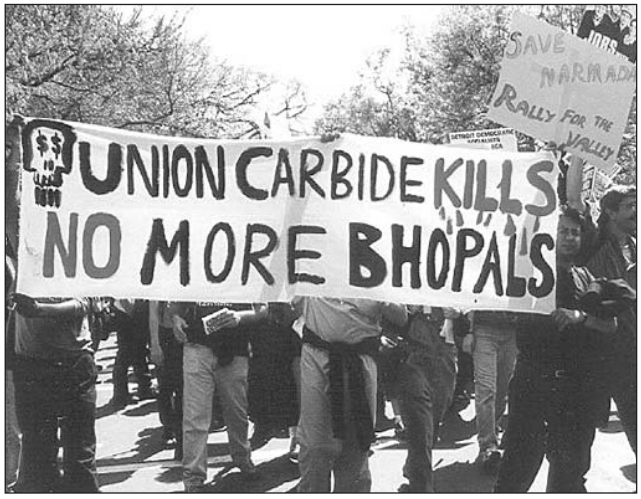

ভূপাল ট্র্যাজেডির ২০ বছর

আজও সারেনি ক্ষত

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

'জন্ম নিয়েই মেয়েটা মরে গেলে, ভালো হতো। এখন কে তাকে বিয়ে করবে?' প্রশ্ন জরিনা বি'র। কোলে ৯ মাসের কন্যা তাজমিন বি। প্রশ্নটা তার উদ্দেশেই। ওপরের ঠোঁটে গভীর ক্ষত নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুটি এখন পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে আছে মায়ের কোল। সে জানে না ২০ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনা তার মমতাময়ী মাকে পরিণত করেছে পাষাণীতে। এখন সন্তানের মৃত্যু কামনা করতেও তার বাধে না।

BDwbqb KvevBW KviLvbv : GLvb †_‡KB M¨vm Qwo‡qwQj

শুধু তাজমিন নয়, পুরো ভূপালে নিয়তিই বদলে দিয়েছে সেই ঘটনা। ১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে ঘটে যায় ইতিহাসের ভয়াবহতম শিল্প দুর্ঘটনা। ইউনিয়ন কার্বাইড নামে আমেরিকার এক কীটনাশক তৈরির কারখানায় ঘটে যাওয়া বিষাক্ত গ্যাস বিস্ফোরণের জের আজও টেনে চলেছে ভূপাল শহরের বাসিন্দারা। প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছে তাজমিনের মতো বিকলাঙ্গ শিশু। শহরটির বস্তিগুলোতে বিশেষত যেগুলো বিধ্বস্ত কারখানার আশপাশে অবস্থিত, সেখানে অধিকাংশ জন্ম হয় কম ওজন এবং ক্ষুদ্রাকৃতির মস্তিষ্ক নিয়ে। স্থানীয়দের চিকিৎসা সুবিধা দিচ্ছে এমনি একটি হাসপাতাল 'সম্ভাবনা ক্লিনিকের' পরিচালক সতীনাথ সারাঙ্গি জানাচ্ছেন, এই জেলার মানুষ প্রায়ই রক্ত ও অন্যান্য জটিলতায় ভোগে। তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা একেবারেই কম। মায়ের বুকের দুধও বিপজ্জনক। কেননা, এই দুধ অতিমাত্রার সীসায় পূর্ণ। অকাল গর্ভপাতের হারও অনেক গুণ বেশি। মহিলাদের বন্ধত্ব এবং অনিয়মিত মাসিক কোনো ব্যতিক্রম নয় এখানে। অধিকাংশ নারী-পুরুষই পেটের পীড়ায় ভোগে। ক্যান্সার, বিশেষত ফুসফুসের ক্যান্সারের হার অত্যধিক। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নারকীয়।

দুঃস্বপ্নের রাত

১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর ঘুমন্ত ভূপালবাসীর রাতের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে রূপান্তর ঘটিয়েছিল ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার বিস্ফোরণ। কোম্পানিটি ভারতে 'সেভিন' নামে একটি জনপ্রিয় কীটনাশক প্রস্তুত করতো। এ জন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো মিথাইল

আইসো সায়ানেট নামে এক বিষাক্ত পদার্থ। পদার্থটির বিষাক্ততার কথা সবার জানা ছিল। গ্যাস যেন লিক না হতে পারে এজন্য পাঁচ পরতের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো কাজে আসেনি। এ রাতে ৬১০ নম্বর ট্যাংকটি বিস্ফোরিত হলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিষাক্ত মিথাইল গ্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই গ্যাসটি ব্যবহৃত হয়েছিল রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবে। কার্বাইড কারখানার বিস্ফোরণের ফলাফল হয় অকল্পনীয়।

ev‡g Ôm¤¢vebv wKÕb‡KiÕ mZxbv_ mvivs½|
(Dc‡i) KvevB‡Wi_KviLvbvi †fZi c‡_
_vKv ivmvqwb‡Ki ¯Zc

গ্যাসের কুন্ডুলী পাকানো মেঘ প্রথমে ছেয়ে ফেলে কারখানা কম্পাউন্ড। এরপর দমকা হাওয়া এই গ্যাসের মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। গ্যাসে ঢাকা পড়ে যায় স্থানীয় রেল স্টেশন এবং বস্তি এলাকা। বাস্তুহীন ঘুমন্ত ভিক্ষুকরা রাস্তায়ই দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। মারা যায় বাসাবাড়ির লোকজনও। যাদের ঘুম ভেঙেছিল, তারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন।

আজও কেউ জানে না ঠিক কতজন মারা পড়েছিল সেই রাতে। সরকারি হিসাবে এই সংখ্যা ৫৩৭০। সারাঙ্গি সংস্থার হিসাবে মতে, এই সংখ্যা ৮০০০। কফিনের কাপড় বিক্রির সংখ্যা থেকে তারা এই হিসাব বের করেছে। কিন্তু লোকমুখে আরো ভয়াহ কথা শোনা যায় ভূপালে। ট্রাক ড্রাইভারদের জবানীতে জানা যায়, তারা কিভাবে শত শত লাশ বনের মধ্যে ফেলে আসতে দেখেছে। প্যাথলজির ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন, লাশের হৃৎপিন্ডগুলোতে কিভাবে পানি জমাট বেঁধেছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলাপি এবং রক্ত উজ্জ্বল লাল হয়ে গেছে। এ সবই সায়ানাইডের বিষবিক্রিয়ার লক্ষণ। পরবর্তী সময়ে অকালে মারা গেছে আরো ১২ হাজার। এই দাবি সংশ্লিষ্টদের।

এখনো থামেনি কান্না

২০ বছর আগে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল ভূপাল ট্র্যাজেডি। কিন্তু ভূপালের সেই কান্না আজও থামেনি। শহর এখন যদিও জমজমাট। কিন্তু মৃত্যুর ছাপ রয়ে গেছে চারপাশে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, ইউনিয়ন কার্বাইডের পরিত্যক্ত কারখানা থেকে এখনো বিষাক্ত বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ে দূষিত করছে ভূপালের পরিবেশ।

রাজনীতিও কম হয়নি ভূপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে। ক্ষতিপূরণের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তর বিতর্ক করেছেন ভারতীয় রাজনীতিকরা। দিল্লি-নিউইয়র্ক দৌড়াদৌড়িও কম হয়নি। কিন্তু কারখানা ও এর আশপাশ এখনো রাসায়নিক পদার্থমুক্ত করা হয়নি। বিষক্রিয়াও ঘটে চলেছে অবাধে। কারখানার সংরক্ষিত কম্পাউন্ডটিও যেন এখন অবারিত সবার জন্য। কাঁটাতার ডিঙিয়ে শিশুরা সহজেই ভেতরে ঢুকে পড়ে খেলতে। ৭০ দশকে তৈরি আধুনিক বাংলোগুলোর কাঠামো এখনো মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের গায়ে চকখড়ি দিয়ে প্রিয়তমার নাম লিখে চলেছে ছেলে-ছোকড়ারা।

১৯৮৯ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ইউনিয়ন কার্বাইডকে নির্দেশ দেয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪৭ কোটি ডলার প্রদানের। '৯৮ সালে কোম্পানিটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিল্পক্ষেত্রটি বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু স্থানটি পরিষ্কার করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ তারা নেয়নি।

ইউনিয়ন কার্বাইডও এখন কোনো একক কোম্পানি নয়, ২০০১ সালে এটি কিনে নিয়েছে আরেক বিতর্কিত 'দাউ কেমিক্যাল' কোম্পানি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত নাপাম বোমার উপকরণ সরবরাহ করতো এ কোম্পানি। এখন দাউয়ের বক্তব্য, '৮৯ সালের কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারা দূষিত স্থানটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিতে নারাজ। উপরন্তু তাদের দাবি, কারখানা এলাকার বাইরে কোথাও দূষণ ছড়িয়েছে এমন বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ কারো হাতে নেই। এসব নিয়েই এখন ভারত-আমেরিকায় কোর্ট-কাচারি চলছে। প্ল্যান্টের ভেতর নিয়ন্ত্রণকক্ষে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ডকুমেন্টের দিকে এখন কারো মনোযোগ নেই। চরে বেড়ানো গরু-ছাগলের মলমূত্রের নিচে চাপা পড়তে চলেছে এসব অমূল্য দলিলপত্র।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ৫০০ গুণ বেশি দূষিত হয়ে পড়েছিল ভূপালের পরিবেশ। এখনো সেই দূষণের মাত্রা অত্যধিক। পাশাপাশি এখন জানা যাচ্ছে, ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যসমূহ চাপা দিয়েছিল আশপাশের মাটির নিচে। দীর্ঘ সময় ধরে ভূমি ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসছে কালো প্লাস্টিক ব্যাগে মোড়া বর্জ্য পদার্থগুলো। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন রাসায়নিক প্লান্টের চারপাশে ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হয়ে পড়েছে। এই পানি পান করায় কিডনিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এতদিন কূপ থেকে বিষাক্ত পানিই পান করে আসছিল ভূপালের বস্তিবাসীরা। সারাঙ্গির প্রচেষ্টায় মধ্য প্রদেশের সরকার প্লাস্টিক ট্যাঙ্কে পানির ব্যবস্থা করেছে এদের জন্য। যদিও অভিযোগ আছে, গাড়িতে করে পানি নিয়ে আসার সময় ড্রাইভাররা চুরি করে পানি বিক্রি করে দেয়।

KvevBW KviLvbvi Af¨š‘i f‡M †e‡P hvIqv GKRb

সব মিলিয়ে এখনো বিষাক্ত দিন কাটছে ভূপালবাসীর। শুধু পানি বা মাটি নয়, তাদের মনকেও বিষাক্ত করে ফেলেছে। ২০ বছর আগে সেই ক্ষত। জরিনা বি'র মতো মায়েদের তাই সন্তানের মৃত্যু কামনা করতেও বাধে না।